ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২য় পরিষদের ১০ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ	: ১৩ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ ।। ২৭ জানুয়ারি ২০২২
সময়	: সকাল ১১.০০ টা
স্থান	: ভার্চুয়াল (Zoom Meeting)

সভায় উপস্থিতির তালিকা **পরিশিষ্ট "ক"**

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতপর তিনি বলেন, ডিএনসিসি'র কয়েকজন সম্মানিত কাউন্সিলর, কর্মকর্তা ও কর্মচারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তাদের আশু আরোগ্য কামনা করেন। কর্পোরেশন সভা ডিজিটাল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশকে ডিজিটাল দেশে পরিণত করায় ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় এঁর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি বলেন, বছিলার রামচন্দ্রপুর খাল এর অবৈধ দখল মুক্ত করে খাল উদ্ধার করায় গত তিনদিন ধরে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্ব সাধুবাদ জানাচ্ছে। তিনি উদ্ধার কাজে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, ঐ এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা মহানগরসহ সকল আওয়ামী লীগের অংগসংগঠন, সকল সম্মানিত কাউন্সিলর, এলাকাবাসীসহ ডিএনসিসি'র সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানান।

সভাপতি বলেন, ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত সাবেক কাউন্সিলর জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম রতন আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি সদা হাস্যউজ্জ্বল একজন মানুষ ছিলেন। সভাপতি দোয়া করেন আল্লাহ্ রাব্বুল আল আমিন যাতে উনাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন। মরহুমের পরিবারের জন্য তিনি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন।

অতপর তিনি সচিবকে সভার কার্যপত্র অনুযায়ী সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন।

অতপরঃ নিম্নরূপ এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্যসূচি-১	:	**বিগত কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।**
আলোচনা	:	বিগত ০৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ৯ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সচিব বিগত ৯ম কর্পোরেশন সভায় নিম্নরূপ ০২ টি সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করেন: ১। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল হতে সম্মানিত কাউন্সিলরদের গাড়ি প্রদান/ গাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদানের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হবে। ২। বনানী কবরস্থানে স্থায়ীভাবে কবর সংরক্ষণ ফি বাড়ানোর প্রস্তাব। উপর্যুক্ত ০২ টি সংশোধন আনয়ন করতঃ বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	২য় পরিষদের ৯ম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি- ২	:	**২য় পরিষদের ৯ম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।**
আলোচনা	:	বিগত ০৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ৯ম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	বিগত ০৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ৯ম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**ডিএনসিসি'র ১৪ (চৌদ্দ) জন (কম্পিউটার কর্মী ও গাড়ী চালক)-কে দক্ষ শ্রমিক বিবেচনায় দৈনিক মজুরি উন্নতীকরন সংক্রান্ত বিষয়টি কর্পোরেশন সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন** প্রসংগে।
আলোচনা	:	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সভায় উপস্থাপন করেন যে, ডিএনসিসি'র ১৪ (চৌদ্দ) জন (কম্পিউটার কর্মী ও গাড়ী চালক)-কে দক্ষ শ্রমিক বিবেচনায় দৈনিক মজুরী উন্নতীকরন সংক্রান্ত বিষয়ে গত ২৯/১২/২০২১খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত 'অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি'র সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ডিএনসিসি'র ১৪ (চৌদ্দ) জন (কম্পিউটার কর্মী ও গাড়ী চালক)-কে দক্ষ শ্রমিক বিবেচনায় দৈনিক মজুরী ৫৭৫/- (পাঁচ শত পঁচাত্তর) টাকা হতে ৬০০/- (ছয় শত) টাকায় উন্নীত করার বিষয়ে পরবর্তী কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়। এ বিষয়ে ডিএনসিসি'র নিজস্ব তহবিল হতে রাজস্ব বাজেটের **"বেতন পারিশ্রমিক ও ভাতা"** খাত হতে নির্বাহের লক্ষ্যে সদয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হলো।
সিদ্ধান্ত	:	'অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি'র সুপারিশ মোতাবেক ডিএনসিসি'র ১৪ (চৌদ্দ) জন (কম্পিউটার কর্মী ও গাড়ী চালক)-কে দক্ষ শ্রমিক বিবেচনায় দৈনিক মজুরি ৫৭৫/- (পাঁচশত পচাত্তর) থেকে ৬০০/- (ছয়শত) টাকায় উন্নতীকরণে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	**ডিএনসিসি'র ১৯৯০ সন হতে কর্মরত ৪ (চার) জন রিটপিটিশনার ওয়ারলেস অপারেটর (অস্থায়ী ভাবে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে" কাজ করলে বেতন না করলে নাই নিয়োগকৃত) এর ভবিষ্যত নিরাপত্তার কথা বিশেষ বিবেচনা করে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের চাকুরী অন্তে আর্থিক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি কর্পোরেশন সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রসংগে।**
আলোচনা	:	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সভায় উপস্থাপন করেন যে, ডিএনসিসি'র ১৯৯০ সন হতে কর্মরত ৪ (চার) জন রিটপিটিশনার ওয়ারলেস অপারেটর (অস্থায়ী ভাবে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে" কাজ করলে বেতন, না করলে নাই নিয়োগকৃত) এর ভবিষ্যত নিরাপত্তার কথা বিশেষ বিবেচনা করে মানবিক দৃষ্টি কোন থেকে তাদের চাকুরীঅন্তে আর্থিক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে ডিএনসিসি'র নিজস্ব তহবিল হতে রাজস্ব বাজেটের কল্যাণমূলক ব্যয় খাতের উপখাত **"মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল"** হতে ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে সদয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হলো। এছাড়াও তিনি সভাকে জানান যে, ৫৯ বছর উর্ধ্ব স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের সন্তোষজনক কর্মচ্যুত করার ক্ষেত্রে ডিএনসিসি'র ১ম পরিষদের ১৫তম কর্পোরেশন সভার ক্রমিক নং-১৮ এর সিদ্ধান্তের আলোকে কর্মচ্যুত কর্মীদের ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা এককালীন অনুদান প্রদান চলমান আছে।
সিদ্ধান্ত	:	ডিএনসিসি'র ১৯৯০ সন হতে কর্মরত ৪ (চার) জন রিট পিটিশনার ওয়ারলেস অপারেটর (অস্থায়ী ভাবে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে" কাজ করলে বেতন, না করলে নাই নিয়োগকৃত) এর চাকুরীঅন্তে (শৃঙ্খলা জনিত কোন অভিযোগ থাকতে পারবে না) **"মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল"** হতে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা এককালীন অনুদান প্রদানের বিষয়ে ডিএনসিসির ১ম পরিষদের ১৫তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৫	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের গাড়ি ব্যবহারকারী কর্মকর্তাদের তালিকা অনুমোদন।**
আলোচনা	:	মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন) সভাকে জানান যে, গত ০৩/০১/২০২২ তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের গাড়ি ব্যবহার এবং প্রাধিকার নির্ধারণে করণীয় বিষয়ে বিভাগীয় প্রধানগণের সমন্বয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তমোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ তাদের পদ মর্যাদা/কাজের ধরণ অনুযায়ী কাজের তদারকি ও জনগণের দ্রুত সেবার প্রয়োজনে গাড়ি ব্যবহারকারী কর্মকর্তাদের প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ ও কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিটি কর্পোরেশনের জন্মলগ্ন থেকে রাস্তা-ঘাট মেরামত, বাতি, বর্জ্য পরিবহন, বর্জ্য পরিস্কার, টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা, জন্মনিবন্ধন, মশক নিধন, টীকা কার্যক্রম পরিচালনা, বে-ওয়ারিশ কুকুর নিধন, জবাইখানা পরিদর্শন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, রাজস্ব আদায়, বাজার মনিটরিং, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ইত্যাদি কাজের জন্য কর্মকর্তাবৃন্দ দিন-রাত কাজ করে থাকেন। এসব কাজের তদারকি ও জনগণের দ্রুত সেবার প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণ গাড়ি ব্যবহার করে থাকেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ তাদের পদ মর্যাদা/কাজের ধরণ অনুযায়ী কাজের তদারকি ও জনগণের দ্রুত সেবার প্রয়োজনে গাড়ি ব্যবহারকারী কর্মকর্তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। গাড়ি ব্যবহারকারী কর্মকর্তাদের প্রস্তুতকৃত তালিকা স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হলো।
সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ তাদের পদ মর্যাদা/কাজের ধরণ অনুযায়ী কাজের তদারকি ও জনগণের দ্রুত সেবার প্রয়োজনে গাড়ি ব্যবহারকারী কর্মকর্তাদের তালিকা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয় ও চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৬	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিবন্ধী/অক্ষম জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বিশেষায়িত মাইক্রোবাস ক্রয়সহ অন্যান্য গাড়ি ক্রয়।**
আলোচনা	:	মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন) সভাকে জানান যে, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে হালকা যানবাহন ক্রয় খাতে ৬ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে বাজেট বরাদ্দের সর্বোর্চ্চ ৫০% খরচের নির্দেশনা রয়েছে। সে মোতাবেক দাপ্তরিক কাজের জন্য ০১ (এক) টি জীপ, ০১ (এক) টি কোস্টার, ০২ (দুই) টি পিক-আপ ও ০১ (এক) টি মাইক্রোবাস সর্বমোট ০৫ (পাঁচ)টি বিভিন্ন মডেলের গাড়ি সরাসরি "প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড" থেকে ক্রয়ের জন্য সর্বমোট =২,৮৫,২৫,২০০/- (দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশত) টাকার চেক ইস্যু প্রক্রিয়াধীন। মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সদয় নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিবন্ধী/অক্ষম জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বিশেষায়িত ০১টি মাইক্রোবাস DPM/OTM পদ্ধতিতে ক্রয় করা হবে। যানবাহন ক্রয় খাতে আরো ৫০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। সে অনুযায়ী আরও ১ (এক) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। ০৫ (পাঁচ) টি বিভিন্ন মডেলের গাড়ি ও ১টি বিশেষায়িত মাইক্রোবাস ক্রয়ের জন্য সর্বমোট= (৫০,০০,০০০ + ২,৮৫,২৫,২০০) = ৩,৩৫,২৫,২০০/- (তিন কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশত) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জন্য ০৫ (পাঁচ) টি বিভিন্ন মডেলের গাড়ি ও প্রতিবন্ধী/অক্ষম জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১ (এক) টি বিশেষায়িত মাইক্রোবাস ক্রয়ের জন্য সর্বমোট = (৫০,০০,০০০ + ২,৮৫,২৫,২০০) = ৩,৩৫,২৫,২০০/- (তিন কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশত) টাকা ব্যয়ের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৭	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল গাড়ি/যানবাহনে ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ হতে ১০% হারে জ্বালানি হ্রাস/কমিয়ে বরাদ্দ প্রদান অনুমোদন।**
আলোচনা	:	মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন) সভাকে জানান যে, বিগত ২৪/০১/২০২১ তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ব্যবহৃত যানবাহনের ক্ষেত্রে জ্বালানী সাশ্রয়ের নিমিত্ত গাড়ি ও জ্বালানী/সিএনজি'র প্রাপ্যতা নির্ধারণের জন্য বিভাগীয় প্রধানগণের সমন্বয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল গাড়ি/যানবাহনে ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ হতে ১০% হারে জ্বালানী হ্রাস/কমিয়ে বরাদ্দ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল গাড়ি/যানবাহনে ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ হতে ১০% হারে জ্বালানি হ্রাস/কমিয়ে জ্বালানী বরাদ্দ তালিকা ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হলো।
সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল গাড়ি/যানবাহনে ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ হতে ১০% হারে জ্বালানি হ্রাস/কমিয়ে জ্বালানী বরাদ্দ তালিকা ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদানের জন্য সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৮	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের হালনাগাদপূর্বক TO&E (Table Of Organization & Equipment) অনুমোদন।**
আলোচনা	:	মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন) সভাকে জানান যে, গত ০৩/০১/২০২২ তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের গাড়ি ব্যবহার এবং প্রাধিকার নির্ধারণে করণীয় বিষয়ে বিভাগীয় প্রধানগণের সমন্বয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের হালনাগাদপূর্বক TO&E (Table Of Organization & Equipment) প্রস্তুত করা করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের হালনাগাদ পূর্বক TO&E (Table Of Organization & Equipment) প্রস্তুত করা হয়েছে। যা অনুমোদনের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হলো। কর্পোরেশন সভার অনুমোদনের পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হবে।
সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের হালনাগাদপূর্বক TO&E (Table Of Organization & Equipment) কর্পোরেশন সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয় এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৯	:	**পরিবহন বিভাগের আওতাধীন ৩টি মেকানিক, ৮টি সহকারী মেকানিক, ৯৬টি গাড়ী চালক (হালকা), ৩৫৪টি গাড়ী চালক (ভারী) ও ৪৬২টি হেলপার পদ সৃজন ও পরিবহন বিভাগের বিদ্যমান নিয়োগ বিধি সংশোধন সংক্রান্ত।**
আলোচনা	:	সচিব, পরিবহন বিভাগের আওতাধীন ৩টি মেকানিক, ৮টি সহকারী মেকানিক, ৯৬টি গাড়ি চালক (হালকা), ৩৫৪ টি গাড়ি চালক (ভারী) ও ৪৬২টি হেলপার পদ সৃজন ও পরিবহন বিভাগের বিদ্যমান নিয়োগবিধি সংশোধন সংক্রান্ত পরিবহন বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রেরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন।

সিদ্ধান্ত	:	পরিবহন বিভাগের আওতাধীন ৩টি মেকানিক, ৮টি সহকারী মেকানিক, ৯৬টি গাড়ী চালক (হালকা), ৩৫৪টি গাড়ী চালক (ভারী) ও ৪৬২টি হেলপার পদ সৃজন ও পরিবহন বিভাগের বিদ্যমান নিয়োগ বিধি সংশোধন বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি -১০	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে ব্যয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বিভিন্ন দিবসের ব্যয়ের বিবরণ সভায় উপস্থাপন করেন:

ক্রমিক নং	দিবসের বিবরণ	তারিখ	টাকার পরিমাণ
১.	জাতীয় শোক দিবস, ১৫ আগষ্ট/২০২১ বনানী কবরস্থান	১৫/০৮/২০২১	৯,৯৬,০০০/-
২.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে	২৮/০৯/২০২১	৬৯,৬২,০০০/-
৩.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বনানী কবরস্থানে পরিদর্শন উপলক্ষ্যে প্যান্ডেল, গেইট, লাইট ইত্যাদি বাবদ খরচ	১৭/১২/২০২১	৯,৯০,০০০/-
৪.	sixteen days of activism programs	২২/১২/২০২১	১৯,৮৫,০০০/-
৫.	মহান বিজয় দিবস /২০২১খ্রি. (বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান)।	৩০/১২/২০২১	৮৭,৩১,২৮৪/-
		সর্ব মোট=	১,৯৬,৬৪,২৮৪/-

(কথায়ঃ এক কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশত চুরাশি টাকা)।

সমাজকল্যাণ বিভাগের উল্লেখিত দিনগুলিতে বিশেষ প্রয়োজনে খরচকৃত টাকার বিষয়টি অনুমোদনের প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে ১,৯৬,৬৪,২৮৪/- (কথায়ঃ এক কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশত চুরাশি টাকা) ব্যয়ের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে সভায় অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১১ (বিবিধ-ক)

প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ বিবিধ আলোচনায়, গণপরিসরে হকার ব্যবস্থাপনা পাইলটিং নির্দেশিকা উপস্থাপন করেন:

গণপরিসরে (সড়ক/ফুটপাত) অবাধ পথচারী চলাচল নিশ্চিতের পাশাপাশি ফুটপাতে ব্যবসারত হকারদের ব্যবস্থাপনা পাইলটিংয়ের লক্ষে নির্দেশাবলী নিম্নরূপঃ

১। হকার ব্যবস্থাপনার জন্য পাইলটিংয়ের এলাকা নির্দেশ করতে হবে, ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল সীমানা নির্ধারণ করবে।

২। প্রধান রাস্তার (মিরপুর-১০ গোলচত্বর) নির্দিষ্ট সীমানায় কোন যানবাহন থামবেনা এবং গণ পরিসরে হকার মুক্ত জোন চিহ্নিত করা।

৩। পণ্যের ধরণ অনুসারে নির্ধারিত জোন অনুযায়ী চিহ্নিত স্থানে বসতে হবে।

৪। হকার ব্যবস্থাপনা কমিটি যাচাই বাছাই পূর্বক হকার তালিকা ও ডাটাবেজ প্রস্তুত করবে।

৫। হকারদের নির্ধারিত স্থানে বসতে হবে।

৬। নিয়মতান্ত্রিক ফুটপাত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন কমিটির পরিচালনায় ও প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ফুটপাতে জনসাধারণের স্বাভাবিক চলাচল, সুষ্ঠ ব্যবসায়িক পরিবেশ, শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অক্ষুন্ন রাখতে অঞ্চল পর্যায়ে হকারদের মনিটরিং টিম গঠন করা হবে।

৭। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সপ্তাহের ৪ দিন এবং নির্ধারিত সময় ব্যতিত অন্য কোন সময় হকার

		কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা। ৮। রাস্তা বা ফুটপাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। আশেপাশে কোন বর্জ্য ফেলা যাবেনা। এছাড়া নিজ দায়িত্বে চারপাশ পরিস্কার রাখতে হবে। ৯। সিটি কর্পোরেশন ও সরকারী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে কোন সিদ্ধান্ত তাৎক্ষনিক মেনে নিতে বাধ্য থাকিব। ১০। অনুমতি ব্যতিত ফুটপাতে ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না। ১১। এই পদ্ধতি চালুর পূর্বে মিরপুর ১০ নং গোল চত্বর ও তার আশপাশে যে সকল হকার ব্যবসা করতেন তাদের মধ্য থেকে পাইলটিংয়েরে জন্য হকার নির্বাচন করতে হবে। ১২। হকারের সংখ্যা বেশী হলে লটারীর মাধ্যমে তাদের নির্বাচন করতে হবে। ১৩। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে নির্বাহী প্রকৌশলী, কর কর্মকর্তা, সহকারি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, পরিছন্ন পরিদর্শক সমন্বয়ে গঠিত কমিটি ব্র্যাক এর সহোযোগিতায় বিদ্যমান হকারদের তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং উক্ত তালিকা হতে পাইলটিংয়ের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরী করবেন। এ বিষয়ে স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবেনা। কোন স্থায়ী অনুমোদন প্রদান করা যাবেনা। কোন প্রকার ফি আদায় করা যাবেনা।
সিদ্ধান্ত	:	গণপরিসরে হকার ব্যবস্থাপনা পাইলটিং নির্দেশিকা সর্বসম্মতিক্রমে সভায় অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

(বিবিধ-খ)	:	বিবিধ আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং -৩১ মোহাম্মদপুরে রামচন্দ্রপুর খাল অবৈধ দখল উদ্ধারের জন্য মোহাম্মদপুর এলাকবাসীর পক্ষ থেকে মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। রামচন্দ্রপুর খাল ভরাটকারী ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় আনার প্রস্তাব করেন। অতপর তিনি প্রতি ওয়ার্ড থেকে ১০ (দশ) জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী কমে যাওয়ার ব্যাপারে এবং প্রতি ওয়ার্ডকে পরিচ্ছন্নতার কাজে ৭ ভাগে বন্টনের বিষয়টি জানতে চান। তিনি বলেন, ৬-৭ মাস ধরে তার ওয়ার্ডে ঝাড়ু শলা নেই। এছাড়া তার ওয়ার্ডে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো গত ৭ বছর ধরে মেরামত হচ্ছেনা মর্মে সভাকে অবহিত করেন। জনাব রোকসানা আলম, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-১২ বলেন, শীতকালে অনেক ধুলোবালি উড়ে। গাছে ও রাস্তায় পানি ছিটানোর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। এছাড়াও তিনি সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের প্রস্তাব করেন। জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪১ বলেন, ২ (দুই) বছর পার হয়ে গেছে বর্তমান পরিষদের। কিন্তু নতুন এলাকার ওয়ার্ডসমূহ নতুনই রয়ে গেছে। নতুন ওয়ার্ডে কোন বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। এছাড়াও তিনি পুরাতন ওয়ার্ডের চেয়ে নতুন ওয়ার্ডসমূহ অনেক বড় উল্লেখ করে "মেরামত ও সংস্কার' খাত হতে নতুন ওয়ার্ডে বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করেন। জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মোল্লা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩ তুরস্কের আঙ্কারায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে পার্ক ও রাস্তার উদ্বোধন এবং রামচন্দ্রপুর খাল উদ্ধারের জন্য মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি ১৩নং ও ১৬নং ওয়ার্ডের মধ্যবর্তী অবৈধভাবে দখলকৃত খাল উদ্ধারের প্রস্তাব করেন। এছাড়াও তিনি ওয়ার্ডের জরুরি কাজের জন্য প্রত্যেক কাউন্সিলরদের অনুকূলে ইমপ্রেস্ট মানি প্রদানের প্রস্তাব করেন। জনাব শেখ মোহাম্মদ হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৪ বলেন, ২৫ বছরে ৩০ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী অবসরে গিয়েছে। নতুন করে পরিচ্ছন্নতা কর্মী দেয়া হচ্ছে না। তিনি বলেন, তার ওয়ার্ডে মশক নিধনের যন্ত্রপাতির স্বল্পতা রয়েছে। এছাড়াও তিনি তার ওয়ার্ডের মাঠগুলিকে আধুনিকভাবে সৌন্দর্যবর্ধন করার অনুরোধ জানান।

জনাব কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩ তার ওয়ার্ডের অবৈধভাবে দখল হয়ে যাওয়া প্যারিস খালটি উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। এছাড়াও তিনি বলেন যে, ডিএনসিসি মেয়র'স কাপ যে উদ্দেশ্যে আরম্ভ করা হয়েছিল তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রীড়া কমিটির অব্যবস্থাপনার বিষয়ে অভিযোগ করেন।

জনাব তাইজুল ইসলাম চৌধুরী বাপ্পি, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৬ মোহাম্মদপুরে রামচন্দ্রপুর খাল অবৈধ দখল উদ্ধারের জন্য মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও তার ওয়ার্ডে আধুনিক বাজার নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪ ঢাকা শহরকে আধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ঢাকা শহরের চার পাশে নৌ পথে যাতায়াত ব্যবস্থা চালুকরণ, নদী ও খাল সমূহের দুই পাশে ওয়াকওয়ে স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এছাড়াও তিনি সাংবাদিক খাল ও বাইশটেকী খাল অবৈধ দখল উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ তফাজ্জল হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৭ মোহাম্মদপুরে রামচন্দ্রপুর খাল অবৈধ দখল উদ্ধারের জন্য মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতপর তিনি তার ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা কর্মী বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব ডিএম শামীম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫০ 'ডিএনসিসি মেয়র'স কাপ আয়োজনের জন্য মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন তার দল সেমিফাইনালে উঠেছে। তার ওয়ার্ডে খেলার মাঠ নেই। মাঠ থাকলে তার টিম আরও ভালো করত মর্মে সভাকে জানান।

জনাব সৈয়দ হাসান নূর ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩২ মোহাম্মদপুরে রামচন্দ্রপুর খাল অবৈধ দখল উদ্ধারের জন্য মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতপর তিনি বলেন, তার ওয়ার্ডের ৫টি খেলার মাঠ উদ্বোধনের অপেক্ষায়। দ্রুত মাঠগুলি উদ্বোধনের জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব মোক্তার সরদার, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৫ বলেন, প্রতিটি জন্ম নিবন্ধনের জন্য সরকারি ফি ৫০ টাকা হলেও জনগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা দাবি করা হয় মর্মে শুনা যায়। জন্ম নিবন্ধন দ্রুত ওয়ার্ডে স্থানান্তরের জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১ বলেন, ৭টি ওয়ার্ড নিয়ে ডিএনসিসি'র অঞ্চল-৪ গঠিত। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে অঞ্চল-৪। অঞ্চল-৪ এর পরিকল্পনার জন্য রাজউককে সম্পৃক্ত করার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, রাস্তাসমূহ বাড়ির মালিক কর্তৃক দখল হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও জন্ম নিবন্ধনের যাবতীয় কাগজপত্র দেয়ার পরও কেন ওয়ার্ডে দেয়া হচ্ছে না সে বিষয়ে জানানোর অনুরোধ করেন।

জনাব তৈমুর রেজা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৬ বলেন, শহীদ লেফট্যানেন্ট সেলিম শিক্ষালয় নামে ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে একটি স্কুল আছে। তিনি শহীদ লেফট্যানেন্ট সেলিম এঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রায় ৩ (তিন) বছর যাবত মধুবাগ কমিউনিটি সেন্টার বন্ধ আছে। এটি চালু করার জন্য অনুরোধ জানান। খেলাধুলার মনোরম পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে মধুবাগ মাঠের উন্নয়নমূলক কাজ চলমান থাকায় তিনি ধন্যবাদ জানান।

জনাব ফরিদ উদ্দিন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫২ বলেন, তার ওয়ার্ডে ৭ ফুটের বেশি কোন রাস্তা নেই। রাজউক অবৈধভাবে ২০-২৫ ফুট রাস্তার অনুমতি দিচ্ছে। এছাড়া তার ওয়ার্ডে ওয়ার্ড সচিব ও সহায়ক স্টাফ নেই উল্লেখ করে দ্রুত সহায়ক স্টাফ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব মোহাম্মদ শরীফুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫১ বলেন, সাফা টাওয়ার সংলগ্ন ৪০ ফিট রাস্তার মধ্যে ২৮ ফুট রাস্তা উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো ১২ ফুট রাস্তা উদ্ধার করা যায় নাই। তিনি ১২ ফুট রাস্তা উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানান। সাফা টাওয়ার সংলগ্ন মনসুর আলী মেডিক্যাল কলেজের সামনে ৩০ ফুট রাস্তা উপরে ব্রীজ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব আলী আকবর, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৮ বলেন, তার ওয়ার্ডে অনেক খাস জমি রয়েছে। অনুমোদন পেলে খেলার মাঠ, কবরস্থান ও ঈদগাহ মাঠ তৈরি করা যাতে পারে।

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৯ বলেন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কমিটির মাধ্যমে ডিএনসিসি মেয়র'স কাপ আয়োজন করতে পেরে আনন্দিত। প্রথমবারের আয়োজনে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকলেও পরবর্তীতে তা সংশোধন করা হয়েছে। মেয়র'স কাপ আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কমিটির পক্ষ থেকে মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জানান।

বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভাপতি বলেন যে, সকলের সব প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। দ্রুত বিষয়গুলো সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডকে পরিচ্ছন্নতা কাজের সুবিধার্থে ৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি সভাকে জানান যে, জরুরি মেরামতের জন্য প্রতি ওয়ার্ডে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও বায়ু দূষণে ঢাকা শহর শীর্ষে অবস্থানের কথা বলা হচ্ছে। ঢাকা শহরে বড় বড় কনস্ট্রাকশন কাজে সৃষ্ট ধূলাবালি বায়ু দূষণ বৃদ্ধি করছে। বায়ুদুষণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণে সকল সম্মানিত কাউন্সিলর এবং আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়াও বায়ুদূষণ রোধে ০২টি আধুনিক (Spray Cannon) গাড়ি দ্বারা শহরজুড়ে পানি ছিটানো হচ্ছে মর্মে সভাকে জানান।

সভাপতি বলেন, প্রতি মাসের ২য় ও ৩য় সপ্তাহের বৃহস্পতিবার কাউন্সিলরদের জন্য বিশেষ দিন হিসেবে গণ্য হবে। সম্মানিত কাউন্সিলরগণকে ওয়ার্ড ভিত্তিতে ২ ভাগে ভাগ করে অর্থ্যা ৩৬ জন করে প্রতি বৃহস্পতিবার নগর ভবনে বিভাগীয় প্রধানদের সাথে ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। এ বিষয়ে একটি অফিস আদেশ জারি করা হবে।

সভাপতি বলেন, ডিএনসিসি মেয়র'স কাপ প্রথমবারের মত আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজন সম্পন্ন হলে ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষা নেয়া হবে। এই টুর্নামেন্টের মূল উদ্দেশ্য হলো যুব সমাজকে মাদকের আসক্তি থেকে বের করে এনে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা। এছাড়াও তিনি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটিকে টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

সভাপতি বলেন, ঢাকা শহরের সকল খালগুলো অবৈধ দখলমুক্ত করা হবে। রামচন্দ্রপুর খাল একটি উদাহরন। তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি খাল উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করা হবে।

সভাপতি বলেন, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে ২০০ (দুইশত) জন অদক্ষ শ্রমিক (পরিচ্ছন্নতা কর্মী) ও দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) জন দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ৫৯ বছরের উর্দ্ধে পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা কাজে আগ্রহ ও সক্ষমতা থাকলে তাদের নিয়োগ বর্ধিত করা হবে।

সভাপতি, জন্ম নিবন্ধন নিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবের বিষয়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটির সভাপতি, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সভা করে দ্রুত বিষয়টি সমাধানের জন্য অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত :

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	প্রত্যেক কাউন্সিলরকে ২৫,০০০/- টাকা করে ইমপ্রেস্ট মানি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
২.	প্রতি মাসের ২য় ও ৩য় সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ৩৬ জন সম্মানিত কাউন্সিলরগণ সকল বিভাগীয় প্রধানদের সাথে ওয়ার্ডের সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করবেন। এ বিষয়ে একটি অফিস আদেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) সচিব

		৩.	বায়ুদূষণ প্রতিরোধে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও সকল নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রতি সপ্তাহে ০৩ (তিন) টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)
		৪.	বিভিন্ন ওয়ার্ডে অবস্থিত রাস্তার উপর অবৈধ দখল উচ্ছেদ পূর্বক রাস্তাসমূহের প্রকৃত নকশা অনুযায়ী প্রশস্ততা নিশ্চিত করতে হবে। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ ও সম্পত্তি বিভাগ সমন্বয়পূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
		৫.	ঢাকা শহরের চার পাশের নৌ পথে যাতায়াত ব্যবস্থা চালুকরণ, নদী ও খাল সমূহের দুই পাশে ওয়াকওয়ে স্থাপনের কর্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী
		৬.	জন্ম নিবন্ধনের কার্যক্রম ওয়ার্ডে স্থানান্তরের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিলো তা দ্রুত বাস্তাবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
		৭.	৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের খাস জমি উদ্ধার করে সেখানে খেলার মাঠ, কবরস্থান ও ঈদগাহ মাঠ তৈরির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
		৮.	বায়ু দূষণ প্রতিরোধে নির্মানাধীন কন্সট্রাকশন সাইট ও ভবন মালিককে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে।	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
		৯.	বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খাঁন কমপ্লেক্স সরেজমিনে পরিদর্শকপূর্বক কমিউনিটি সেন্টার ও মাঠের উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং মাঠের পাশে দোকানগুলোর দ্রুত নির্মাণকাজ আরম্ভ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
		১০.	সাফা টাওয়ার সংলগ্ন ৪০ ফুট রাস্তার মধ্যে ২৮ ফুট রাস্তা উদ্ধার করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২ ফুট রাস্তা উদ্ধার করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
		১১.	৫৯ বছরের উর্ধ্বে পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা কাজে আগ্রহ ও সক্ষমতা থাকলে তাদের নিয়োগ বর্ধিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা সচিব
		১২.	দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে ২০০ (দুইশত) জন অদক্ষ শ্রমিক (পরিচ্ছন্নতা কর্মী) ও দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) জন দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	সচিব
		১৩.	১৩ নং ও ১৬ নং ওয়ার্ডের মধ্যবর্তী খাল, প্যারিস খাল, সাংবাদিক খাল, বাইশটেকী খালসহ অবৈধ ভাবে দখলকৃত সকল খাল দখলমুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সম্মানিত সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর প্রধান প্রকৌশলী প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আতিকুল ইসলাম
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি, কর্পোরেশন সভা

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৩.২০-১৮২ তারিখ: ২০|০৩|২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৩. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ..../সংরক্ষিত আসন নং ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৪. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ৫. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল .... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৮. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. প্রকল্প পরিচালক, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১২. কর কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৩. সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা .... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৪. সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৫. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৬. অফিস কপি।

20|03|2022
মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক
সচিব (যুগ্মসচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।